নাগরিক কমিশনের সংবাদ সম্মেলন

নাইকো প্রসঙ্গ এবং তথ্য আগ্রাসন

সাজেদুর রহমান

'নাইকো প্রসঙ্গ এবং গ্যাস ও কয়লাবিষয়ক তথ্য আগ্রাসন ও যোগসাজশ' শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে গত ৮ জানুয়ারি প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে। গ্যাস-তেল-কয়লাবিষয়ক নাগরিক কমিশনের এটি দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলন।

সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাগরিক কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। এছাড়াও সম্মেলনে নাগরিক কমিশনের অন্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল বারাকাত, বিচারপতি গোলাম রব্বানী, সৈয়দ ইউসুফ হোসেন, ড. এসকে আবদুল্লাহ, নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল, মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, প্রফেসর বদরুল ইমাম ও গোলাম মোর্তোজা।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অ্যাকশন এইডের জীবন উপকরণ নিরাপত্তা ও ঝুঁকি নিরসন বিভাগের প্রধান সিহাবউদ্দিন আহমদ, প্রথম আলোর সিনিয়র সাংবাদিক মুহিউদ্দিন খালেদ, রাহমান চৌধুরী প্রমুখ।

নাগরিক কমিশন উপস্থাপিত বক্তব্যে টেংরাটিলা ও নাইকো প্রসঙ্গে আইনগত পর্যালোচনা, বিস্ফোরণ ও ক্ষয়ক্ষতি বিশ্লেষণভিত্তিক সুস্পষ্ট বক্তব্য ও প্রস্তাবসমূহ বাংলাদেশের গ্যাস মজুদ, কয়লা সংক্রান্ত বাস্তবতা ইত্যাদি উপশিরোনামে দেশের জ্বালানি ক্ষেত্রের বাস্তব ও সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছে। বিশেষ করে দেশের নতুন জ্বালানি ক্ষেত্র কয়লা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাংবাদিক মহিউদ্দিন খালেদ প্রশ্ন তোলেন, আমাদের দেশে কয়লা উত্তলনে ওপেন-পিট মাইনিং ও ভূগর্ভস্থ মাইনিংয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম। উত্তরে ভূতত্ত্ববিদ ড. বদরুল ইমাম ভূগর্ভস্থ মাইনিংকেই প্রাধান্য দিয়ে বলেন, আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে ভূগর্ভস্থ মাইনিংই ভালো।

প্রশ্নোত্তর ও যুক্তিতর্কে দেশের জ্বালানি বিষয়ে সরকারের রাখ-ঢাক নীতির সমালোচনা করে বলা হয়, দেশের জনগণের স্বার্থে সংবিধানের প্রতি সম্মান জানাতে সরকারের জ্বালানিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সংসদসহ বিশিষ্টজনের মতামতের ভিত্তিতে নেয়া উচিত।

ঘোষনা

সাপ্তাহিক ২০০০ তেল-গ্যাস-কয়লা বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য **www.energybangladesh.org** নামে একটি ওয়েবসাইট চালু করেছে। নাগরিক কমিশনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

'দেশের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা অযথা তথ্য দেয় না'

ড. আবুল বারাকাত
সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

সাপ্তাহিক ২০০০ : গ্যাস-তেল-কয়লাবিষয়ক নাগরিক কমিশন সংবাদ সম্মেলনে যে তথ্য দিয়েছে সে বিষয়ে জ্বালানি উপদেষ্টা মাহমুদুর রহমান তথ্য সন্ত্রাস বলে মন্তব্য করেন। কমিশনের সদস্য হিসেবে আপনার বক্তব্য কী?

ড. আবুল বারাকাত : তথ্য সন্ত্রাস তো সাধারণত সরকারই করে। আর গ্যাস-তেল-কয়লাবিষয়ক নাগরিক কমিশনে যারা আছেন তারা অত্যন্ত সম্মানিত এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তি। এর চেয়ারম্যান বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ। বিচারপতি গোলাম রাব্বানি, আইন ও সংবিধান বিষয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। এ ছাড়া নুরুদ্দিন মাহমুদ কামাল আছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তেল-গ্যাস-জ্বালানি নিয়ে কাজ করছেন।

প্রফেসর বদরুল ইমাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্ব নিয়েই পড়ান। এছাড়া আর যারা আছেন তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠা আছে। সুতরাং খুব সহজেই অনুমেয় দেশের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিরা অযথা তথ্য দিতে পারে না। বরং সঠিক এবং নিরপেক্ষ তথ্যই তারা উপস্থাপন করছেন।

আর একটা বিষয়ে বলবো। যখন তারা (সরকার) গ্যাস বিক্রি করতে চায় তখন প্রচার করে দেশ তেল-গ্যাসের ওপর ভাসছে। ইদানীং বলছে বে-অব বেঙ্গলে প্রচুর গ্যাস আছে। অথচ কমিশন পর্যবেক্ষণ করে বলছে দেশে ১২টি সিএফ গ্যাস আছে আর কয়লা সমেত ধরলে বলা যায় ২০টি সিএফ গ্যাস মজুদ আছে। অপরদিকে সরকার বলছে, দেশে ১০০টি সিএফ গ্যাস আছে। এখন বলেন, তথ্য সন্ত্রাস কারা করছে। সরকার তো শুধু এই একটি বিষয়ে তথ্য সন্ত্রাস করছে না। তারা ইদানীং নির্বাচন কমিশনে সন্ত্রাস করছে, অর্থনীতিকে ক্রিমিনালাইজ করে ফেলছে, দেশে গণতন্ত্রও তাদের সন্ত্রাসের হাত থেকে বাদ যাচ্ছে না।